রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ২৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৪, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৯—৩৫৫
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯২১—৯৪০
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৯—১৩০
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪৭—৬৫৮
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪২৮/০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২

নং **৪০.০০.০০০০.০১১.২৭.০২২.২০-৬৯**—যেহেতু, জনাব জসিম উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মূলপদবি: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৪৮ জন শ্রম পরিদর্শকের এসিআর ঘষামাজা/টেম্পারিং এর সাথে জড়িত থাকার দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি-২ (খ) ও ৩ (খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব জসিম উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মূল পদবি: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এর ব্যক্তিগত শুনানী, লিখিত বক্তব্য, তিনটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, আনুষঙ্গিক কাগজাদি ও নথিপত্র পর্যালোচনা করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি বিবেচনায় এনে প্রতীয়মান হয় যে, তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি-২ (খ) ও ৩ (খ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ অর্থাৎ 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাই তিনি দোষী এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য;

৩। সেহেতু, জনাব জসিম উদ্দিন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মূল পদবি: ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি-২ (খ) ও ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ (১) (ক) এ বর্ণিত বিধি অনুসরণক্রমে বিধি ৪ (২) (ক) অনুযায়ী তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা হলো এবং বিধি ৪ (২) (খ) অনুযায়ী আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করার দণ্ড প্রদান করা হল।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৩ মাঘ ১৪২৮/২৭ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-১২৬**—খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা মডেল থানার মামলা নং-৩৬, তারিখ: ২৬-০২-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৭/৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৫.২১-১২৭**—নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং-০২, তারিখ:০১-০৯-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৮/১২ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭২**—ঢাকা জেলার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-৩৭(০১)২০২১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৩**—ঢাকা জেলার দারুস সালাম থানার মামলা নং-১৬(১০)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৪**—ঢাকা জেলার ভাটারা থানার মামলা নং-০৩(১২)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৫**—ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার মামলা নং-৩০(০২)২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৬**—ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার মামলা নং-২৯(০৮)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৭**—ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নং-৮৪(০১)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২২.২১-৭৮**—গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার মামলা নং-৩২, তারিখ: ২১-০২-২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১২.২১-৮৫**—পাবনা জেলার সদর থানার মামলা নং-৪০, তারিখ: ১৩-১০-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৫.২১-৮৬**—বরগুনা জেলার সদর থানার মামলা নং-১১, তারিখ: ১৫-০৫-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৫.২১-৮৭**—মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার মামলা নং-২৭, তারিখ: ১১-০৭-২০১৮খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৫.২১-৮৮**—চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানার মামলা নং-৫৯, তারিখ: ২৯-১১-২০১৯খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪২৮/১৯ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৮.২১-৯৬**—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-০৪(১১)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২)ও সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেমক্রমে
ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪২৮/১০ জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০২.২১-০৮**—জনাব বিভূতি ভূষণ বানার্জী (বিপি- ৭৬০৫১০২৪৬৬), বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, আরএমপি, রাজশাহী (সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার ,এসএমপি, সিলেট)-এর বিরুদ্ধে তার অধীনস্থ অফিসার ও ফোর্সদের যথাযথ নির্দেশনা দিতে ব্যর্থতা, জব্দ তালিকা ছাড়া আলামত থানায় নিয়ে আসা ও দীর্ঘ ৩ মাস পর আদালতে পৌঁছানো, কথিত অস্ত্র ও ইয়াবার মূল রহস্য উন্মোচিত না হওয়া এবং

অভিযোগকারীর প্রতিপক্ষের সাথে সখ্যতার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২-০২-২০২১ তারিখের ১৮ নং স্মারকমূলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ০৫-০৪-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেছেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ জানান। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-০৬-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। গত ১৭-০৮-২০২১ তারিখে ৮৫ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব শাহআবিদ হোসেন, বিপিএম(বার)(বিপি-৭১০১০৩১২৪৮), অতিরিক্ত ডিআইজি, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, ময়মনসিংহ- কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।পরবর্তীতে গত ২১-১২-২০২১ তারিখে ৯৭৫ নং স্মারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অধীনস্থ অফিসার ও ফোর্সদের যথাযথ নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ দুটি মামলা ও উদ্ধারকৃত কথিত পিস্তল ও ইয়াবা সংক্রান্তে জিডির বিষয়ে তদারকি করতে ব্যর্থ হওয়া, ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রায় তিন মাস পর জব্দতালিকা আদালতে পৌঁছানোর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

৩। জনাব বিভূতি ভূষণ বানার্জী (বিপি-৭৬০৫১০২৪৬৬), বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, আরএমপি, রাজশাহী (সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো। একইসাথে ভবিষ্যতে সরকারি কাজে তাকে আরও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০১.২০-০৯**—জনাব সুব্রত কুমার হালদার, পিপিএম-সেবা, (বিপি-৭১০৩০৬৪২৪২) বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, রংপুরে সংযুক্ত ইতোপূর্বে পুলিশ সুপার, মাদারীপুর হিসাবে কর্মকালে মাদারীপুর জেলায় ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি পদে) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তার অধীনস্থ বডিগার্ড কনস্টবল/৮৭৫ নুরুজ্জামান সুমনের নিকট উৎকোচের বিনিময়ে টিআরসি নিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা, লিখিত পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্রের সাজেশন তৈরি ও সরবরাহ করা, উক্ত সাজেশন থেকে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন আসা, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাস করানোর অসৎ উদ্দেশ্যে লিখিত পরীক্ষার খাতার প্রথম পৃষ্ঠার নীচে ডান কোনোয় একটি বিশেষ চিহ্ন(/) দিতে বলা এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের খাতায় ইংরেজি অংশে কিছুটা অতি-মূল্যায়ন (বেশি নম্বর দেয়া) করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০-০৭-২০২০ তারিখের ১৮ নং স্মারকমূলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ০৩-০৯-২০২০ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেছেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ জানান। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২-০১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। গত ১৮-০৩-২০২১ তারিখে ২৭ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (বিপি-৬৬৯৫০২০৭৯৬), অতিরিক্ত ডিআইজি, পিটিসি, টাঙ্গাইল-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়;

৩। গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখে ৫৯৭ নং স্মারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে টিআরসি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি হয়ে সাজেশন তৈরি করা ও উক্ত সাজেসন থেকে প্রশ্ন কমন আসা এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের খাতায় ইংরেজী অংশে অতি-মূল্যায়ন (বেশি নম্বর দেয়া)করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। প্রমাণিত অসদাচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭-০৯-২০২১ তারিখে ১০৩ স্মারকে তাকে ২য় কারণ দর্শানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গত-১৯-১০-২০২১ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

৪। এমতাবস্থায় জনাব সুব্রত কুমার হালদার,পিপিএম-সেবা,(বিপি-৭১০৩০৬৪২৪২), বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, রংপুরে সংযুক্ত (সাবেক পুলিশ সুপার, মাদারীপুর)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন,অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী আগামী "৩(তিন) বৎসরের জন্য বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৭.১৯-১০**—জনাব আ.ফ.ম আনোয়ার হোসেন খান, পিপিএম-সেবা, (বিপি-৭০০৫১১৩৯৮৪) বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত, ইতোপূর্বে র‍্যাব-১, পূর্বাচল ক্যাম্পের কোম্পানি কমাণ্ডার (পুলিশ সুপার) হিসেবে কর্মকালে গত ৩০-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী জনাব জেবা আমিন এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে নির্বাচনে পরামর্শ প্রদানসহ সহযোগিতা আশ্বাস প্রদান করা এবং জনৈক এমএম নাঈম-কে কনস্টেবল পদে চাকুরী দেয়ার আশ্বাস দিয়ে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০২-০৩-২০২১ তারিখের ২৩ নং স্মারকমূলে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। । তৎপ্রেক্ষিতে তিনি গত ১৮-০৩-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেছেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ জনান। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯-০৫-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। গত ২৮-০৬-২০২১ তারিখে ৬৮ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব তানভীর হায়দার চৌধুরী (বিপি-৬৮৯৫০৮২৯৩৮), অতিরিক্ত ডিআইজি, সিআইডি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়;

৩। গত ২৯-০৮-২০২১ তারিখে ৬৯৫ নং স্মারকে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ৩০-১২-২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী জনাব জেবা আমিন এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলে নির্বাচনে পরামর্শ প্রদানসহ অবৈধভাবে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা এবং জনৈক এমএম নাঈম-কে কনস্টেবল পদে চাকুরী দেয়ার আশ্বাস দিয়ে ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। প্রমাণিত অসদাচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৮-১০-২০২১ তারিখে ১০৮ স্মারকে তাকে ২য় কারণ দর্শানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গত-১৮-১১-২০২১ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

৪। জনাব আ.ফ.ম আনোয়ার হোসেন খান. পিপিএম (বিপি-৭০০৫১১৩৯৮৪), বর্তমানে পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকায় সংযুক্ত-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন,অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) অনুযায়ী আগামী "৩ (তিন) বৎসরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"-এর দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ২৮ পৌষ ১৪২৮/১২জানুয়ারি ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১১.১৯-১২**—জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান পিপিএম-সেবা, (বিপি-৭৪০৫১০৩৩৮৩), উপ-পুলিশ কমিশনার (লালবাগ বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকা হিসেবে কর্মকালে তথায় বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা কে এম শহীদুল্লাহ এবং পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে গত ২৯-০৯-২০১৮ তারিখ কতিপয় সন্ত্রাসীরা অনুমান ০৫ (পাঁচ) কোটি টাকার মালামাল ডাকাতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা কেএম শহীদুল্লাহ এবং তার পরিবারের সদস্যদের জোরপূর্বক বের করে দিয়ে উক্ত সম্পত্তিতে থাকা ৩ (তিন) তলা একটি বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুনভাবে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করে। উল্লিখিত ঘটনায় অভিযোগকরী জনৈক আজহারুল হক খান-এর ছেলে শামছুল হাসান খান গত ২৯-০৯-২০১৮ তারিখে ধারা-১৪৩/৪৪৭/৪৪৮/৩৪২/৩৭৯/৪২৭ দঃবিঃ বংশাল থানায় মামলা রুজু করেন। উক্ত মামলার বিষয়ে তিনি তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে বংশাল থানার অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়া, এ ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের ভ্রমণ বিবরণীতে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩-১২-২০১৯ তারিখে ৫৫ নং স্মারক মূলে উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। তিনি গত ২৩-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ জানান।

২। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১২-০১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগতশুনানি অনুষ্ঠিতহয়। গত ০৪-০৩-২০২১ তারিখে ২৪ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব মোঃ মনির হোসেন, বিপিএম-সেবা (বিপি-৭৩৯৯০১০০৫৫), যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৮-০৭-২০২১তারিখের ৫৯৭ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে তথায় বসবাসকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বংশাল থানায় মামলা রুজুর বিষয়ে অফিসার ইনচার্জকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হওয়া, ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন না করেও পরির্দশন করেছেন মর্মে অসত্য তথ্য দেওয়া এবং উক্ত স্থানে নতুনভাবে নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় মর্মে মতামত প্রদান করেন। প্রমাণিত অসদাচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ২য় কারণ দর্শানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গত ১০-০১-২০২২ তারিখের ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন;

৩। জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৫১০৩৩৮৩), উপ-পুলিশ কমিশনার (লালবাগ বিভাগ), ডিএমপি, ঢাকাএর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন,অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)"-এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী আগামী "৩ (তিন) বৎসরের জন্য বেতনগ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর দণ্ড প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১১.১৯-১৩—জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান পিপিএম-সেবা (বিপি-৭৪০৫১০৩৩৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত (সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার লালবাগ বিভাগ , ডিএমপি, ঢাকা)-এর বিরুদ্ধে চলমান ১১/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হওয়ায় এ বিভাগের গত ২৫-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০২৯.১৬-১৩৬৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ পৌষ, ১৪২৮ বঃ/১০ জানুয়ারী, ২০২১ খ্রিঃ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২১-৩০**—যেহেতু, জনাব শাহরিয়ার আল মামুন (বিপি-৭৮০৮১২১৫৯৫), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট হিসেবে কর্মকালে গত ১১-১০-২০২০ খ্রিঃ জনৈক রায়হান আহমেদ কে বন্দরবাজার পুলিশ ফাড়ির এসআই (নিঃ) আকবর হোসেন ভুঁইয়াসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্য কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই ঘটনায় দেরীতে ঘটনাস্থলে পৌছানো এবং অনুসন্ধানে ত্রুটির অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর কারণে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। এ উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৮-০৫-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০২১-১১৩ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৯-০৬-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৫-১২-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে শুনানীকালে তিনি আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন ;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব শাহরিয়ার আল মামুন (বিপি-৭৮০৮১২১৫৯৫), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) (ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩২.২০১৯-২০**—যেহেতু, জনাব মোঃ জুনায়েত কাউছার (বিপি-৮৫১২১৪৭৬৮৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কাপ্তাই সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, সোনাগাজী সার্কেল ফেনী) হিসেবে কর্মকালে তিনি সার্কেলের দায়িত্বে থেকে তাহার আওতাধীন সোনাগাজী থানায় কর্মরত অফিসার ফোর্সদের কার্যকলাপ যথার্থভাবে তদারকি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচারণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তদপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। কারণ দর্শানের জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন জানান;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৩-০১-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য দেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক বলেন সোনাগাজী সার্কেলে ০১ বৎসর ০৮ মাস কর্মকালে ০৬টি ডাকাতির মামলা রুজু হয়। উক্ত রুজুকৃত ডাকাতি মামলাসমূহে যাতে নিরপরাধ কোনো ব্যক্তি হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখাপূর্বক সর্বমোট ৬৭ (সাতষট্টি) জন আসামিকে গ্রেফতার করতঃ ৫০ (পঞ্চাশ) জন আসামির বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ডাকাতির মামলা রেকর্ড হওয়ার পর তিনি প্রতিটি মামলা অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে তদারকি করেন। এ সংক্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ডাকাতি দমনে তিনি থানায় হাজির হয়ে মৌখিক ও লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ জুনায়েত কাউছার (বিপি-৮৫১২১৪৭৬৮৮), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কাপ্তাই সার্কেল, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, সোনাগাজী সার্কেল ফেনী) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ মাঘ, ১৪২৮/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৭.২১-১০**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (পিএন-৫৫৬৯), সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, (বর্তমানে ফরিদপুর), পটুয়াখালীতে গত ৩১-০৩-২০১৯ থেকে ২৪-০৬-২০২০খ্রিঃ তারিখে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

যেহেতু, আপনি নিয়ম বর্হিভূতভাবে মের্সাস স্যান্ড বীচ, প্রোঃ নিশাত জাহান মুক্তা, পটুয়াখালী সদর এবং মেসার্স হোটেল রেইন ড্রপস, প্রোঃ সুভাশিষ মুখার্জী, পিতাঃ অসীম কুমার মুখার্জী, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানকে যথাক্রমে ১২-০৯-২০১৯ ও ১০-১০-২০১৯ তারিখের ৮৩৪ ও ৯২৯ নং স্মারক মূলে ২ (দুই)টি বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান করেন;

যেহেতু, আপনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করেছেন। বিষয়টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দৃষ্টিগোচর হলে আপনাকে আধিদপ্তরের ০৫-০১-২০২১ তারিখের ৫৮.০৩.০০০০.০০৭.৩৪.১৫৩.১৬.১৩৮ নং স্মারকমূলে ব্যাখ্যা তলব করা হলে জবাবে আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য একই স্মারকে বৈদ্যুতিক সংযোগের এনওসি দেখিয়েছেন;

যেহেতু, আপনার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদারণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২১ ফায়ার রুজুপূর্বক এ বিভাগের ২৭-০৫-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০৭.০০০০.০০.৭০০.২৭.৭.২১.৪৩ সংখ্যক স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রদান করা হলে ২৮-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জনাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১৭-১০-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ (২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তের জন্য জনাব কাজী হাফিজুল আমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহের মধ্যে ০১ (এক) টি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব ব্যক্তিগত শুনানি ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনায় 'লঘুদণ্ড' আরোপ যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতিয়মান হয় ;

সেহেতু, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (পিএন-৫৫৬৯), সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) (ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ১২ মাঘ,১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.১৯.০০২.১১-১১৭—পৌরসভাসমূহে কর্মরত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন অনুস্বাক্ষর এবং প্রতিস্বাক্ষর বিষয়ে কোনো নীতিমালা না থাকায় গোপনীয় অনুবেদন অনুস্বাক্ষর এবং প্রতিস্বাক্ষরের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত 'গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা, ২০২০' এর ২.৫.২ এবং ৩.৬.৮ নং অনুশাসন অনুসরণপূর্বক নিম্নোক্তভাবে "পৌরসভায় কর্মরত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নীতিমালা" প্রণয়ন করা হলো:

(ক) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন অনুস্বাক্ষর করবেন;

(খ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন অনুস্বাক্ষরের পর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা প্রতিস্বাক্ষরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান বরারব প্রেরণ করবেন;

(গ) নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রধান প্রতিস্বাক্ষরকৃত গোপনীয় অনুবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিআর অধিশাখায় প্রেরণ করবেন; এবং

(ঘ) অনুস্বাক্ষর এবং প্রতিস্বাক্ষর ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত "গোপনীয় অনুবেদন অনুশাসনমালা" অনুসরণ করতে হবে।

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
উপসচিব।